প্রান্তরেখা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ সামাজিক অবক্ষয়

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ রোকনুল হক

কাজী অফিসের শর্টকাট, ঘরে আগুন: ব্যাভিচারের উন্মুক্ত পথ

সমাজে এখন মুখরোচক একটি স্লোগান শোনা যায়—“বিয়ে সহজ করুন, যেনা-ব্যাভিচারের রাস্তা বন্ধ করুন।” শুনতে সুন্দর; কিন্তু বাস্তবে “সহজ বিয়ে”র নামে যে ব্যবস্থা দাঁড় করানো হয়েছে, তা উল্টোভাবে যেনা-ব্যাভিচারের রাস্তা আরও চওড়া করে দিয়েছে।

সমাজে বিবাহবিচ্ছেদ ও অনৈতিকতার বিস্তার নিয়ে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্চকিত; কিন্তু শিকড়ের রোগটা কি দেখছি? মুসলিম বিবাহ ব্যবস্থার সেই মৌলিক জায়গাটিই—অভিভাবকের (ওয়ালি) সম্মতি ও উপস্থিতি—ব্যবস্থাগতভাবে “অপ্রয়োজনীয়” করে দেওয়া হয়েছে।

বাস্তবতা এমন যে কেবল প্রাপ্তবয়স্কতার কাগজ ও দুইজন সাক্ষী থাকলেই বিবাহ “সম্পন্ন”—বিশেষ করে মেয়ের ওয়ালির সম্মতি বা উপস্থিতি থাকুক বা না-ই থাকুক।
নিয়ম-নীতি এভাবে “সহজীকরণে” ঢলে পড়লে পরিবারের ভূমিকা, দায়বদ্ধতা ও সামাজিক জবাবদিহি ক্ষয়ে যায়; আর সেখান থেকেই যেনা-ব্যাভিচারের স্রোত জোরদার হয়।

ফল কী? সন্তান আপনার, দায়িত্ব আপনার—কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি একটি মানুষের জীবনে অর্থাৎ বিয়ের বিষয়ে অবিভাবকের মতামতকে মূল্যহীন করে দেওয়া হয়েছে।
“তরুণ-তরুণীর তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তই সব”—এমন এক পরিবেশে পরিবার ও শরয়ি বিধানের কণ্ঠ নীরব হয়ে পড়ে। ডালপালা ছাঁটাই করে লাভ নেই, যখন গোড়াতেই কোপ লেগেছে: ওয়ালির মর্যাদা সরিয়ে দিলে পাপের পথে বাঁধ ভাঙে।

 এখন পথ কী?

- ওয়ালি-কেন্দ্রিক বিবাহে ফেরা: ওয়ালির সম্মতি ও উপস্থিতিকে নথিভুক্ত ও যাচাইকৃত বাধ্যতামূলক ধাপে পরিণত করা।
- রেজিস্ট্রেশনের শুদ্ধতা: “শর্টকাট” বন্ধ করে দায়িত্বশীল যাচাই চালু করা।
- পরিবার-আলিম-সমাজের সমন্বয়: বিবাহকে পারিবারিক তত্ত্বাবধান ও আলিমদের পরামর্শের সঙ্গে বাস্তবে পুনঃসংযুক্ত করা।

চোখ বুজে থাকা সমাধান নয়। পরিবারের মর্যাদা, শরয়ি বিধান ও সামাজিক সুবিচার—এই তিনটিকে একসাথে দাঁড় করাতে না পারলে, আওয়াজ যতই তুলি, ভাঙনটা ততই নীরবে গভীর হবে।

> ওয়ালি/অভিভাবকের মর্যাদা ফিরলে—তবেই যেনা-ব্যাভিচারের স্রোত ঠেকানোর বাস্তব বাঁধ দাঁড়াবে।

 সতর্ক আহ্বান: এখনই আলিম সমাজকে অগ্রণী ও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে—শরয়ি বিবাহের গার্ডরেল পুনঃস্থাপনে কণ্ঠস্বর উঁচু করে সংগঠিত হতে হবে; নইলে অনৈতিকতা ও পারিবারিক ধসের এক ভয়ংকর কালো অধ্যায় আমাদের সামনে খুলে যাবে।

 আইনি উদ্যোগের প্রয়োজন: জনস্বার্থে উচ্চ আদালতে রিট করা জরুরি। আলিম সমাজ, সচেতন আইনজীবী ও নাগরিক সংগঠনগুলো—প্রাসঙ্গিক আইন, শরয়ি দলিল, সামাজিক ক্ষয়ের তথ্য-প্রমাণ ও তুলনামূলক দৃষ্টান্ত সংযুক্ত করে—বিয়েতে ওয়ালির সম্মতি/উপস্থিতিকে বাধ্যতামূলক করার স্পষ্ট ব্যাখ্যা বা প্রয়োজনীয় সংশোধনের নির্দেশনা জরুরী।

আদালতপথের এই উদ্যোগ বিষয়টিকে জনমতের কেন্দ্রে আনবে এবং সরকারকেও আইন পর্যালোচনা ও সংশোধনে সচেষ্ট করবে। এটি কোনো আবেগতাড়িত আহ্বান নয়; শান্ত, আইনসিদ্ধ ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপ—কারণ বর্তমান কাঠামো শরিয়া-বিরুদ্ধ বাস্তবতা তৈরি করেছে।

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=15160

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন